দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN. 24. 1999 ... ..
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2.....

343

'সংবাদ'-এ ২১শে জুন প্রকাশিত সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য

২১-০৬-৯৯ তারিখে দৈনিক 'সংবাদ'-এ "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অনিয়ম" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নকলের মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কৃত কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী ডিগ্রি কলেজের ছাত্র মোঃ শামীম আহসান-এর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার না করার বিষয়টির প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১৯৯৭ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থী মোঃ শামীম আহসান রোল নং-১৩০৬১৩কে বহিষ্কার দেখিয়ে কেন্দ্র থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপনীয় রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়মানুযায়ী বহিষ্কার দেখিয়ে ফলাফল প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র কর্তৃক ভুল রোল নং প্রেরণ করায় ১৩০৬১৬-এর পরিবর্তে রোল নম্বর ১৩০৬১৩কে বহিষ্কার দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নাগেশ্বরী কলেজ কেন্দ্র কর্তৃক ভুলটি সংঘটিত হওয়ায় এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের করণীয় কিছু ছিল না।

গত ০৭-০৬-৯৯ তারিখে পরীক্ষার্থী শামীম আহসান পরীক্ষা বিভাগে যোগাযোগ করেন। এরপর বিষয়টির ব্যাপারে তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে কেন্দ্রের ভুল ধরা পড়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তার ফলাফল প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এরপর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রকাশিত খবরে ১৮ মাস ধরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ ১৯৯৭ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে একই সালের ১২ই জুলাই। সেই হিসেবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে যোগাযোগ করলেও তা ১২ মাসের অধিক হয় না। সর্বোপরি বিষয়টি কেন্দ্রের ভুলের কারণে সংঘটিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করতে পারেনি। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরে আসা মাত্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সঠিক নয়। তবে আপনার পত্রিকায় উপরে বর্ণিত শামীম আহসান-এর বহিষ্কার আদেশ সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়।

এম রুহুল আমিন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।